SEMESTER-1
PAPER:CC-2
MODULE-3
পাঠ প্রণেতা: ড. অনুরাধা গোস্বামী

বাংলা ভাষার রূপতাত্ত্বিক আলোচনা: পুরুষ

পুরুষ শব্দের সাধারণ অর্থ হলো ক্রিয়ার আশ্রয়। অর্থাৎ ক্রিয়া যাকে আশ্রয় করে থাকে। বাংলায় পুরুষ মূলত তিনটি। যথা –ক. উত্তম পুরুষ খ. মধ্যম পুরুষ গ. প্রথম পুরুষ।

বাংলা সর্বনামের একটা সাধারন বৈশিষ্ট্য এই: কর্তৃ কারকে শব্দের যে রূপটি ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অপর কারকের পথ গঠিত হয় না। অপর সমস্ত কারকের জন্য অর্থাৎ চিহ্ন যুক্ত করবার জন্য শব্দটির একটি প্রাতিপদিক রূপ বা তির্যক রূপ ব্যবহার করা হয়। ফলত প্রতি সর্বনামের দুটি রূপ বিদ্যমান। কর্তৃকারকে একবচনে এক প্রকার রূপ অন্য সব ক্ষেত্রে প্রাতি পদিকের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন আমি কিন্তু আমাকে (আমি কে নয়)। সে কিন্তু তার আর তুমি হয় তোমাকে।

উত্তম পুরুষ: সংস্কৃতে উত্তম পুরুষের অস্মদ শব্দ বাংলায় উত্তম পুরুষে কর্তৃকারকে এক বচনের রূপ আমি ,কিন্তু আমি শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয় না। যে দুটি শব্দকে প্রাতিপদিক রূপে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ যাদের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হওয়ার সে দুটি আমা এবং মো। যেমন আমার ,আমাকে, আমাদের ,মোর ,মোকে, মোদের প্রভৃতি।

আমি: বৈদিক অস্মে>অস্হে >আম্হে>আমি মূলত বহুবচন পদ হলেও আধুনিক বাংলায় একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। আমি শব্দটি সংস্কৃত করণ কারকের পদ অস্মাভিঃ থেকেও আসতে পারে।

মুই: সংস্কৃত ময়েন>ম এঁ >মঁই>মুই মূলত একবচন হলেও আধুনিক বাংলা সাধু ভাষায় এর ব্যবহার নেই। উপভাষায় এখনো প্রচলিত আছে।

হাউ,হু: অহকম>হকম>হঁউ>হো,হুঁ মধ্য বাংলায় ও প্রচলিত ছিল এখন অপ্রচলিত। এই শব্দটি শেষ পর্যন্ত ক্রিয়া বিভক্তি রুপে উত্তম পুরুষের যুক্ত হতো-দেঁহ(আমি দেই),অতীত কালে আয়িলাহুঁ(আমি আসিলাম)। আধুনিককালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়া পদের ম (চলিলাম,করুম,রামু) এই হুঁ থেকে এসেছে। প্রাচীন বাংলায় হাঁউ কর্তায় ব্যবহৃত হতো। তুলো ডোম্বি হাঁউ কপালী।

আমা: কর্তৃ কারকের বহুবচন এবং তির্যক কারকের প্রাতিপদিক আম্মা শব্দের উদ্ভব-অস্মাকম>অস্হাকম্>অমহাস>অম্ হা>আম্হা>আমা এভাবে।

মো: উত্তম পুরুষের অপর প্রাতিপ্রদিক মো এসেছে:মম>মঞো>মো। মোরা মোদের প্রভৃতি।

বাংলা ভাষার প্রাচীন ও মধ্যযুগে কর্তার বহুবচনে প্রাতি পদিক আম্মার সঙ্গে রা বিভক্তি এবং অন্যান্য কারকেও বিভক্তি যুক্ত হতো। আম্মারা,আম্মাক/কে,আম্মারে,আম্মাতা/তে,আম্মার। আধুনিক বাংলায় আমা প্রাতিপদিকের সঙ্গে ১বচনে বিভক্তি চিহ্ন এবং বহুবচনে প্রাতিপদিকের সঙ্গে দে ,দিগ যোগ করে পরে বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। আমরা ,আমাকে, আমাদিগকে , আমার, আমাদের ,আমাদিগের।

ম ,মোম-এই প্রাতিপদিকে প্রাচীনকালে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত হতো-মো, মোরা,মোক,মোকে প্রভৃতি। বর্তমানকালে কাব্যে এবং কোন কোন উপভাষায় ব্যবহৃত হয়।

আসলে একবচনে আমি শব্দটির দ্বারা প্রধান ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে আবার আমরা বহুবচন নির্দেশ করছে। মূলত আমি আমার আমাকে আমাদের আমরা ইত্যাদি শব্দগুলি উত্তম পুরুষ রূপে প্রকাশ করা হয়। যেমন আমি কাল হয়তো কলকাতা যাবো। আমার ইতিহাস বইটা হারিয়ে গেছে ,তোর বইটা আমাকে দিন কতক দিতে পারিস? ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ: বক্তা তার সামনের ব্যক্তিকে কিছু বলার সময় সেই ব্যক্তির নামের পরিবর্তে যে সর্বনাম ব্যবহার করেন তাকেই মধ্যম পুরুষ বলে, মধ্যম পুরুষের তিনটি রূপ প্রচলিত। তাদের রূপ কর্তৃকারকের এক বছরের যথাক্রমে তুই ,তুমি ,আপনি।

তুই :মূলত এটি ছিল বাংলায় এক বছরের রূপ সংস্কৃত ত্বয়া>তে,তুএ>তই,তোএ>তুই-মূলে করন থেকে জাত হলেও আধুনিক বাংলায় কর্তৃকারকের পদ প্রধানত তুচ্ছার্থে ও অনাদরে ব্যবহৃত হয়। আবার অতি ঘনিষ্ঠতায় এবং নিকট সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়। অল্পবয়স্ক অথবা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতি যেমন তেমনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সমবয়স্ক বন্ধু এবং কখনো কখনো দেবতার উদ্দেশ্যে ও তুই প্রযুক্ত হয়। তুই মা জগতের আলো।

তো: প্রাতিপদিক রূপ তো এর সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি যোগে কর্তৃকারকের বহুবচন এবং তির্যককারকের বিভিন্ন পদ সাধিত হয়। তোরা, তোকে, তোদের। প্রাচীন বাংলায় প্রাতিপদিকটি কর্তৃকারকের এক বচনের পদ রূপে ও ব্যবহৃত হত- সুন হরিয়া তো। এর উৎপত্তি-তব>তো। এর আরেকটি প্রাতিপদিক রূপ তুভ্যম>তুব্ ঢং>তুহুঁ,তোহ।তুহুঁ ব্রজবুলিতে কর্তায় ব্যবহৃত হতো- তুহুঁ জগতারণ। তুমি-সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত এবং বহু প্রচলিত মধ্যম পুরুষের পদ তুমি মূলত ছিল বহু বচনের পদ।তুষ্মে>তুম্ হে,তুষ্মে>তুমি। বাংলা ভাষায় মধ্যযুগ এই পদটি একবচনে ব্যবহৃত হতে থাকে।

তোমা ,তোহ্মা-তুমি শব্দের প্রাতি পদিক রূপ তোহ্মা,তোমা, মধ্যযুগের কর্তৃকারক এর পদ রূপেও ব্যবহৃত হতো।এক তোহ্মা গতী,তোমা বনমালী।এর ব্যুৎপত্তি-তুষ্মাকম,তুষ্মাম>তুম্ হাকং'তুষ্মং>তুম্ সং>তোম্ হা>তোহ্মা,তোমা,তোহাঁ।প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তি জুড়ে কর্তৃকারকের বহুবচন এবং তির্যক কারকের পদ সাধন করা হয়। তোমরা তোমাকে তোমাদিগকে তোমাদের প্রভৃতি। ব্রজবুলিতে তুহ্যম>তুঝো সম্বন্ধ পদে ব্যবহৃত হয়।

আপনা ,আপনি-মধ্যম পুরুষের অপর একটি রূপ আপনি সম্ভ্রমাত্মক পদ রূপে সম্ভবত অষ্টাদশ শতকেই বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছিল ।আত্মন>অপ্পন>আপনা এই আপনা প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভিন্ন বিভক্তিযোগে তির্যক কারকের পদ সাধিত হয় আপনারা, আপনার , আপনাদের ইত্যাদি,। আপনি শব্দ নিজ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন আপনার ধন পরকে দিয়ে। কিংবা আপনি আচরি ধর্ম পরের শিখায়।

প্রথম পুরুষ: উত্তম পুরুষের আমি বাচক এবং মধ্যম পুরুষের তুমি বাচক শব্দগুলো ছাড়া যাবতীয় পুরুষবাচক শব্দই প্রথম পুরুষ রূপে বিবেচিত হয়, প্রথম পুরুষের দুটি রূপ একটি সাধারন ,অপরটি সম্ভ্রমাত্মক। সাধারণ রূপটির কর্তৃকারক এর এক বচনে সে বহু বচনে এবং তির্যক কারকে তা কিংবা তাহা প্রতি পদিকের সঙ্গে বিভক্তিযোগ করে পদ সাধন করা হয়।

সে: সংস্কৃত সঃ,সকঃ>সং, সো,সে>সে,সি,সেহ। প্রাচীন বাংলায় সি এবং সে হ শব্দের বিরল প্রয়োগ পাওয়া যায় মধ্যবাংলায় সে অর্থে ক্বচিৎ সে না শব্দের ব্যবহার রয়েছে ।সে না কোন জনা।

তিনি প্রথম পুরুষে সম্ভ্রমাত্মক কর্তৃকারকে একবচনের রূপ তিনি। তেনাম>তেণহং,তিণহং>তেন্ হ,তেঁহু,তিঁহ>তিনি। মধ্যবাংলায় তিহঁ,তেঁহ, শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ ছিল। কর্তৃ কারকের বহুবচন এবং তির্যক কারকের রূপ সাধারণ রূপের মতই শুধু চন্দ্রবিন্দু যুক্ত।তাঁ,তাঁহা। পদান্ত স্থিত ন লোপ পেয়ে পূর্বস্বরকে সানুনাসিক করে দেয়।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা- রামেশ্বর শ'
২। ভাষার ইতিবৃত্ত - সুকুমার সেন
৩। ভাষাবিদ্যা -পরিচয় পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
৪। বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১-২) পরেশচন্দ্র মজুমদার
৫। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ - নির্মল দাশ